Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৯ এপ্রিল, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ৮ এপ্রিল, ২০২৪, সোমবার, ২৫ চৈত্র, ১৪৩০

সাবাস সায়নী—অভিনন্দন

কুক স্ট্রেইট চ্যানেল জয় সায়নী দাসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ এপ্রিল : সপ্তসিন্ধু পাড় করার নেশায় জড়িয়ে পরা কালনা শহরের সাঁতারু সায়নী দাস জয় করলেন নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট চ্যানেল। সেখানে ভারতীয় সময় রাত্রি বারোটা নাগাদ সায়নী সাঁতার শুরু করেন। ২৯.৫ কিমি দীর্ঘ এই চ্যানেল পার করতে লেগেছে ১১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট। এই চ্যানেল জয়ের পর তাঁর চ্যানেল জয়ের মুকুটে যুক্ত হল আর একটি পালক। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে সায়নী দাস ২০১৭ সালে ইংলিশ, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট (সপ্তসিন্ধুর অন্তর্ভুক্ত নয়) এবং ২০১৯ সালে আমেরিকার ক্যাটালিনা চ্যানেল জয় করেন। এই চ্যানেলগুলি জয়ের পর ২০২২ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ৪৪ কিমি দীর্ঘ মলোকাই চ্যানেল জয় করেন। নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট চ্যানেল জয় করার পর, পরের লক্ষ্য চলতি বছরের জুলাই মাসে আয়ারল্যান্ডের নর্থ চ্যানেল। নর্থ চ্যানেল জয় করার পর বাকি থাকবে আরো দুটি চ্যানেল—জিব্রালটার এবং সুগারু। উল্লেখ্য গত ১৫ ই মার্চ কালনা থেকে নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশ্যে বাবা-মাকে নিয়ে পাড়ি দেন সাঁতারু সায়নী দাস।

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসে শিবশঙ্কর সেবা সমিতিতে পুস্তক প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ৬ এপ্রিল শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতিতে 'স্বাস্থ্য ও মানুষ' পত্রিকা প্রকাশনার পক্ষ্য থেকে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে 'শিবশঙ্কর সেবা সমিতি ও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের জনস্বাস্থ্য প্রসার কর্মসূচির ২৫ বছরের ইতিহাস' নামে এই গ্রন্থটির লেখক প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিজয় মুখার্জি। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডাঃ তুষার কান্তি বটব্যাল। এই গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী, ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী, ডাঃ স্বপন বণিক, ডাঃ সুধাকর মণ্ডল, ডাঃ নিতাই প্রামাণিক, ডাঃ অরিন্দম চক্রবর্তী, প্রাক্তন উপাচার্য ডাঃ অরবিন্দ দাস, শিক্ষাবিদ অরিন্দম কোঙার প্রমুখ। এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির অছি পরিষদের সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ সুর ১৫০০০ টাকা দান করেন। একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু 'একছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের মূল ভাবনা—আমার স্বাস্থ্য আমার অধিকার'। আলোচক ছিলেন ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী, উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। বইটির বিনিময় মূল্য ২০ টাকা। উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকেই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

চিকিৎসক সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ এপ্রিল : এসোসিয়েশন অব হেল্‌থ সার্ভিস ডক্টরস, পশ্চিমবঙ্গের ২৫ তম রাজ্য দ্বিবার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল বর্ধমান শহরের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত রসায়নবিদ ও পরিবেশ বিজ্ঞানী এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অরবিন্দ কুমার দাশ। কিভাবে মূল্যবোধের চর্চা তখনকার শিক্ষাজগতে চলতো এবং এখন কিভাবে তার অবক্ষয় চলছে, তার বর্ণনা দেন। এই বিদ্বেষমূলক আত্মঘাতী সময়ে সার্বিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

২৬৪ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রাজ্য সম্পাদক ডাঃ মানস গুমটা পেশ করেন খসড়া প্রতিবেদন। তার উপর প্রায় ৩০ জন সদস্যের সক্রিয় আলোচনায় উঠে আসে দেশের ঘৃণা, বিভাজন, অসহিষ্ণুতার রাজনীতি, মেডিক্যাল শিক্ষার বেসরকারিকরণের কথা। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও স্বৈরাচারী সরকারের রাজ্যে ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলনের ডাক কে তীব্র করার আহ্বান জানানো হয়। রাজ্য সরকারের ভয়-ভীতি-কে উপেক্ষা করে আরও সদস্য বাড়ানোর ডাক দেওয়া হয় সম্মেলনে। সারা রাজ্যে এখন ১২০০ জন সংগঠনের সদস্য। রাজ্যে খালি পদে ৪০০০ সরকারি ডাক্তার নিয়োগের দাবি জানানো হয়। উঠে আসে সব থেকে চর্চিত ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে আলোচনা। কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদের কোটি কোটি টাকা বন্ড কেনায় ওষুধের দাম লাগাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিনিধিরা গর্জে ওঠেন।

—এরপর চারের পাতায়

বাইনারি ভেঙে চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছেন সিপিআই(এম) প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ এপ্রিল : বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রচার চলছে জোর কদমে। এখন পর্যন্ত নির্বাচনী মনোয়নপত্র দাখিল হয়নি। নির্বাচনী নির্ঘন্ট প্রকাশিত হয়েছে। মূল তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল বা জোটের প্রার্থীরা নেমে পড়েছেন প্রচারে। এন.ডি.এ-র বৃহত্তম শরিক বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন দিলীপ ঘোষ। অন্যদিকে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী হয়েছেন বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআই(এম) প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল। এবারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি

—এরপর তিনের পাতায়

পূর্বস্থলীতে আত্মঘাতী তাঁতশিল্পী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৪ এপ্রিল : তাঁত শিল্পে চরম মন্দার কারণে নিজের বাড়িতে একটি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন দুর্যোধন প্রামাণিক (৫৩) নামের একজন তাঁত শিল্পী। এই শিল্পীর বাড়ি পূর্বস্থলী থানার মেড়তলা গ্রামে। একসময় বাড়িতে দশটি তাঁত বসিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছিলেন তিনি। পরে আরো অপরের বাড়িতে কুড়িটা তাঁতে সুতো সরবরাহ করে তাঁত কাপড়ের ব্যবসা বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু লকডাউনের পর থেকে তাঁত শিল্পের ধ্বংস শুরু হয়। বছরখানেক হলো তিনি তাঁতের ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে বন্ধুদের আর্থিক সহায়তায় একটি টোটো কিনে ভাড়া খাটতে শুরু করেন। কিন্তু দুর্যোধন প্রামাণিকের মতো অনেকেই কাজ হারিয়ে টোটো কিনে ভাড়া খাটতে শুরু করে। ফলে এতে চরম প্রতিযোগিতা শুরু হলে দুর্যোধন প্রামাণিকের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। একটিমাত্র প্রতিবন্ধী ছেলের চিকিৎসা করাতে গিয়ে তিনি আরও ফাঁপরে পড়ে যান। হতাশা তাকে

—এরপর তিনের পাতায়

পূর্বস্থলীতে বামফ্রন্ট প্রার্থীর প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৪ এপ্রিল : বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নীরব খাঁ দিনভর প্রচার চালালেন পূর্বস্থলী-১ ব্লকের দোগাছিয়া এবং জাহাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপক ধান পাট এবং শীতকালীন পেঁয়াজ চাষ হয়। কিন্তু কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের দাম নেই। তাদের বাড়ির লেখাপড়া করা শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান নেই। অনেকেই বাধ্য হয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের জীবন বেছে নিয়েছেন। দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের যশপুর হাটতলা থেকে নীরব খাঁ-র নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়। তারপর বেলগড়িয়া, গাগরা,

—এরপর চারের পাতায়

আসানসোল-রানিগঞ্জ অঞ্চলের মানুষকে ভরসা যোগাচ্ছেন সিপিআই(এম) প্রার্থী জাহানারা খান

মলয়কান্তি মণ্ডল, রানিগঞ্জ : জনগণের কণ্ঠস্বরকে সংসদে পৌঁছে দিতেই শুরু হয়েছে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের প্রচার। বিজয়ের শপথে লাল ঝাণ্ডার স্রোতে ঢেউ উঠল রানিগঞ্জের কয়লা খনি থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের আলপথে।আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী জাহানারা খান মানুষের লড়াই আন্দোলনের সাথী। বিজেপি আর তৃণমূলের অপশাসন থেকে দেশ ও রাজ্য বাঁচাতে প্রখর রোদ উপেক্ষা করেই প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি লাল ঝাণ্ডার কর্মসূচিতে শামিল হচ্ছেন শতসহস্র জনতা। জনগণের দাবিই বামপন্থীদের দাবি বলছে নির্বাচনী প্রচারে যুক্ত লালঝাণ্ডার কর্মীরা। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-কৃষক এককাট্টা হচ্ছেন তৃণমূল বিজেপির ধান্দার রাজনীতির বিরুদ্ধে। দুই সরকারেরই মিথ্যাচার ধরে ফেলেছে মানুষ। নির্বাচনী প্রচারের দেয়ালে সেকথাই ফুটে উঠেছে। ঝাড়খণ্ডের সীমানা থেকে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের রানিগঞ্জ কয়লাখনি শ্রমিকদের দাবি, কয়লা খনি বেসরকারিকরণ করা চলবে না। বিজেপি সরকার কয়লাখনিগুলিকে বেসরকারি মালিকদের কাছে দিয়ে দিতে চাইছে। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের ধ্বস গ্যাসের সমস্যা দীর্ঘদিনের। রানিগঞ্জের নারানকুড়ি, আণ্ডাল সংলগ্ন হরিশপুর গ্রাম, জামবাদ কোলিয়ারি, জামুড়িয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, চিনাকুড়ি এলাকায় ধসের ছোবল পড়েছে। লালঝাণ্ডা সিআইটিইউ-র দাবি পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের তৃণমূলের সরকার উদাসীন রয়েছে। জাহানারা খানকে পেয়ে এলাকার মানুষজন বলছেন, আমরা যেকোনও সময় ভূগর্ভে তলিয়ে যাবো সেই আশঙ্কা নিয়ে বেঁচে আছি। আপনি জিতে সংসদে আমাদের দাবির কথা বলুন। জাহানারা খান সম্প্রতি জানিয়ে এগিয়ে চললেন বস্তি, মহল্লা পেরিয়ে গ্রামের অলিতে গলিতে। নিজের এলাকার লড়াকু নেত্রী লালঝাণ্ডার প্রার্থী হয়েছেন জেনে জানকবুল লড়াই লড়ছে খনি শিল্পাঞ্চল। জাহানারা ভোট ঋতুর পরিযায়ী পাখি নন। তিনি থাকেন জামুড়িয়ার কেন্দা

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৮ এপ্রিল, ২০২৪

মেরা ভারত মহান হ্যায়!

"রামনবমী আসছে... দেখি কত বিরোধিতা করতে পারে।" বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রীর আস্ফালন বিরোধীদের প্রতি। আস্ফালনের চব্বিশ ঘণ্টা পেরোয়নি পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'আগামী ১৭ এপ্রিল রাজ্যে দাঙ্গা হবে।'

"দাঙ্গা করবে ১৭ তারিখ। ১৯ তারিখে ভোট। ১৭ তারিখ রামনবমী। দেখবেন একটা চকলেট বোমা পড়লেও এনআইএ-কে ঢুকিয়ে দেবে। দাঙ্গা করে এনআইএ-কে ঢুকিয়ে দেবে। পরের দিন আপনারা মিছিল করবেন। ওদের নাচোন কোদন একদিন। ভোটের বাক্সে ওদের নাচোন কোদন বন্ধ করে দেবেন। জোড়াফুলে ভোট দেবেন।"

দেশের আপামর জনসাধারণের প্রশ্ন, একেই কি বলে সেটিং? রাজধর্ম?

নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে প্রতিদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর এরকম খেউড় প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষ যাতে নিজের রুটি-রুজির ভাবনা না ভাবতে পারে, মিডিয়া হাউসগুলো সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের টিআরপি বাড়াতে অহরহ হামলে পড়ছে এই সব অযাচিত চাপান-উতোরে। আর সারা বিশ্বের মানুষের কাছে নতুন করে প্রতীয়মান হচ্ছে, এই হচ্ছে সেই দেশ, যারা একদিন গর্ব করে বলত 'মেরা ভারত মহান হ্যায়'! যারা একদিন নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করবার জন্য সংবিধান রচনা করেছিল। উন্নত দেশগুলোর শিক্ষিত মানুষ কি মুচকি হাসছেন?

'মোদী ফিরলে আর ভোটই হবে না দেশে।' আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মোদী পরিবারের ঘরের লোক। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের স্বামী পরকলা প্রভাকর। একসময় তিনি অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য বিজেপি-র মুখপাত্র হিসাবে কাজ করতেন। কোনো রাখঢাক না রেখেই বলেছেন, "ভোটে জিতে নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হলে দেশে আর নির্বাচনই হবে না।" "লালকেল্লা থেকে তখন জাতির উদ্দেশে বিদ্বেষ ভাষণ দেওয়া হবে।" তাঁর ভাষায়, "এখন এখানে ওখানে যেসব কথা শোনা যাচ্ছে যে, ওকে কাটো, ওকে মারো, পাকিস্তানে চলে যাও কিংবা ধর্মসংসদে যে ধরনের বিদ্বেষ শোনা যাচ্ছে এবার সেই সব কথা আর আস্তে আস্তে নয়, লালকেল্লা থেকে খোলাখুলিভাবে শোনা যাবে।"

চিকিৎসা সহযোগিতায় বর্ধমান নাট্যপ্রেমীদের উদ্যোগ

শুভেচ্ছা সেনগুপ্ত : আরামবাগের প্রিয়াংশ ভট্টাচার্য রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। বাদ সাধলো জন্ম থেকেই মারণ রোগ। বাবা প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য আরামবাগ স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী। পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় হাসপাতালে দেখালেও রোগ ধরা পড়ে না। রোগ ধরা পড়ে চেন্নাই-এ। ডাক্তার বলে ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি। সঙ্গে সঙ্গে চলে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট-এর চিকিৎসা। ডাক্তাররা জানান আরও অনেকবার ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে। স্বল্প বেতনের চাকুরে বাবা প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্যের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। প্রিয়াংশের পরিবারের কথা ডিসেম্বর মাসে জানতে পারেন বর্ধমানের থিয়েটারপ্রেমী চিরঞ্জিত সাহা। থিয়েটার দলগুলির সাথে যোগাযোগ করে তৈরি হয় 'নাট্য সাথী হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ'। বিগত কয়েক মাস ধরে বেশ কিছু জায়গায় নাটক মঞ্চস্থ করা হয় প্রিয়াংশের জন্য। ৩০ মার্চ ছিল বর্ধমানে। সংস্কৃতি লোকমঞ্চে আয়োজন করা হয় 'জয় বাংলা' নাটকটি। ভূমিসুত থিয়েটার আয়োজিত এই নাটকটি ছিল হুগলির প্রিয়াংশ ভট্টাচার্যের জন্য।

টিকিট বিক্রি বাবদ যা অর্থ আসে তা এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয় প্রিয়াংশের বাবার হাতে। শুধুমাত্র টিকিট বিক্রি করে তারা এক লক্ষ টাকা তুলে দিতে পেরেছেন। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা থিয়েটারপ্রেমী মানুষের মাধ্যমে তুলে দিতে পেরেছেন ৫৮,২০১ টাকা। এবং নাটকটি মঞ্চস্থ করার পরেও আরো পাঁচ হাজার টাকা তারা তুলে দিতে পেরেছিলেন সেদিন। আলফা বাংলার পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় ১৫ হাজার টাকা। এছাড়া স্থানীয় এনজিওদের মিলিত প্রয়াসের পক্ষ থেকে আরও ৩০০০ টাকা তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কলকাতার বহু নাট্যদলকে আহ্বান জানালেও কেউ আসতে রাজি হয়নি। শেষে বরানগরের, ভূমিপুত্র থিয়েটার গ্রুপের ৪১ জন কলাকুশলী আসেন যৎসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। জয় বাংলা নাটকের অরূপ দত্ত এবং মুজিবুর রহমানের চরিত্রাভিনেতা দেবদূত ঘোষ কোনো অর্থ নেননি।

এমনকি বর্ধমানের লোকনাথ সাউন্ডও কোনো অর্থ নিতে রাজি হননি। সব মিলিয়ে বর্ধমান থিয়েটারপ্রেমীদের এই যৌথ প্রয়াসে যে সাহায্য পেয়েছে তাতে খুশি প্রিয়াংশের পরিবার। নতুন চিঠির পক্ষে সকলের প্রিয় প্রিয়াংশের জন্য দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়।

বর্তমান সরকারের আমলে বামফ্রন্ট সরকারের সফল ভূমি-সংস্কারের উল্টো অভিমুখ

দেবনারায়ণ চ্যাটার্জী

বামফ্রন্ট সরকারের যে সমস্ত পদক্ষেপ বদলে দিয়েছে বাংলার রূপরেখা, ভূমিসংস্কার হলো তার অন্যতম। ভূমিসংস্কার বলতে বোঝায় প্রথমত, জমির মালিকানা স্বত্বের সংস্কার অর্থাৎ জমির পুনর্বন্টন; দ্বিতীয়ত, প্রজাস্বত্বের সংস্কার, অর্থাৎ প্রজারা যে ইজারা নেওয়া জমিতে চাষ করে সেই শর্তসমূহের সংস্কার। প্রকৃত ভূমিসংস্কার শুধু জমির পুনর্বন্টনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে করব্যবস্থা, ভাগচাষের শর্ত, কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি, তাদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা, সমবায় ব্যবস্থাপনা, কৃষকদের কৃষি সম্পর্কে শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয়ে সরকারি কার্যধারাকে প্রসারিত করে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তার নীতিকে এই সমস্ত দিকে প্রসারিত করেছিল। ভারতে জমিদারি অধিগ্রহণ আইনে বলা হয় যে, জমিদার, তালুকদার, ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের (মাঝে থেকে উপস্বত্ব ভোগ) অপসারণ করা হবে। এদের অপসারণের ফলে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে, তা ভূমিহীন কৃষক ও দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, প্রজাস্বত্বের সংস্কার অর্থাৎ প্রজাকে জমির মালিকানা ও প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা প্রদান। তৃতীয়ত, জোতের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ। সিলিং এর উর্ধ্বে যে জমি পাওয়া যাবে তা ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হবে। অতীতের কিছু বিষয় উল্লেখ করতে অসঙ্গত হবে না। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাংলা, বিহার ও অন্য কিছু অঞ্চলে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু করে। উদ্দেশ্য জমি থেকে নিশ্চিত ও স্থায়ী আয় অর্জন। ফলে কৃষকরা জমি হারায়। উদ্ভব হয় এক পরজীবী শ্রেণির। যারা পরিচিত হন জমিদার অভিধায়।

এই রাজ্যে ১৯৫৩ সালের ৫ মে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন (Estates Acquisition Act) পাশ হয়। ১৯৫৫ সালে ভূমিসংস্কার আইন পাশ হয়। আইনানুযায়ী জমিদাররা সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ পায়। তারা ক্ষতিপূরণ পেলেও বোঝা চাপে কৃষকদের উপর। জমিদাররা দ্বিমুখী সুবিধা পায়; ক্ষতিপূরণ ও সিলিং পর্যন্ত জমি রাখার সুবিধা। (প্রসঙ্গত চীনে কিন্তু জমিদারদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।) তখনকার নির্ধারিত সিলিং অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি ২৫ একর কৃষিজমি ও ২০ একর অকৃষি জমি রাখতে পারত। পরবর্তীতে পারিবারিক ভিত্তিতে যে সিলিং নির্ধারিত হয় তার ত্রুটির সুযোগ নিয়ে জমিদাররা বাড়ির চাকর, বন্ধু, অন্য কারও নামে জমি রাখার সুযোগ পেত। তা 'বেনামি' জমি। সেচ ও অসেচ জমির ক্ষেত্রে সিলিং ছিল আলাদা আলাদা। ১৯৫৫ সালের আইনে ভাগচাষিদের অধিকারের দিকে নজর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবারভিত্তিক জোতের ধারণা সম্মার্জিত হলেও তা পরিষ্কার ছিল না। বিহারে ১৯৬১ সালের আইন অনুযায়ী ৮-১০ জনের এক একটি পরিবার, পারিবারিক পৃথকীকরণের ও নাবালকের বিয়ে দিয়ে নবসৃষ্ট পরিবার গঠন করে সিলিং-এর উর্ধ্বে বহু একর জমি রাখার সুযোগ পায়। নিজ জমিতে পরিবারের বাইরে অন্য কাউকে দিয়ে কৃষি কাজ করালে সেই ব্যক্তিকে 'বর্গাদার' বলা হয়। ১৯৫০ সালে তারা আইনি স্বীকৃতি পায়। ১৯৫৫ সালে তাদের বিষয়ে মনোনিবেশ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারের সময়ে কাজ শুরু হয়। এ রাজ্যে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ভূমি সংক্রান্ত যে সমস্ত আইন পাশ হয় সেগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো : ক) জমির উৎপন্ন ফসল মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে সমান সমান ভাগ হবে, যদি জমির মালিক লাঙ্গল, সার ইত্যাদির খরচ বহন করে। খ) মালিক যদি জোর করে উৎপন্ন ফসল নিজে কুক্ষিগত করে, তাহলে বর্গাদার টাকার অঙ্কে তার ভাগ পাবে। ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার এই ব্যবস্থা চালু করে। ১৯৬৭ সালে ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন কৃষি অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ও কৃষক নেতা, সমাজ বিজ্ঞানী হরেকৃষ্ণ কোঙার। বেনামি জমি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল, একমাত্র প্রকৃত চাষিই জানে কোন অঞ্চলে কে কে বেনামি জমি নিজ নিজ দখলে রেখেছে। সুতরাং সেই জমির দখল নিতে হবে। দাগ, খতিয়ান পরে দেওয়া হবে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় ২ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমি বন্টন করা হয়।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের সময় ৩৬ দফা কর্মসূচি ঘোষিত হয়, যার মধ্যে ২১ দফার সফল রূপায়ণ হয়। বাকি ১৫ দফা আংশিক রূপায়িত হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে গরিবদের আর্থ-সামাজিক অধিকার অর্জনের পথকে নিশ্চিত করতে ভূমি সংস্কারকে প্রভূত গুরুত্ব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ভাগচাষিদের উৎখাত দূর করার জন্য 'অপারেশন বর্গা', খেতমজুরদের মজুরি নির্ধারণ, মহাজনি প্রথা নির্মূল করতে ব্যবস্থা, কর-ভার কমানো, ঋণভারের সুরাহা (প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণদান, কৃষি সমবায় সমিতি ইত্যাদি) করার কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় বামফ্রন্টের সময় কৃষক আন্দোলন তীব্রতা পায়। বিনা মূল্যে বাস্তুভিটে বিলি করা হয়। কৃষক আন্দোলনের ফলে ভূমিহীনরা দখলে আনে ৮ লক্ষ একর জমি। বামফ্রন্ট সরকার বর্গাদারদের চাষের অধিকারের নিরাপত্তা দিতে 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচি গ্রহণ করে। চাষিরা যে সমস্ত জমির মালিকদের কাছে জমি ভাগচাষ করছে, জমির মালিকরা যদি তার কোনো লিখিত প্রমাণ বা স্বীকৃতিপত্র চাষিদের না দিয়েও থাকে, সেই সমস্ত ভাগ-চাষিকে বর্গাদার হিসেবে স্বীকার করতে হবে। জোত বা জমির মালিক ফসল ওঠার পর তার জমিতে যে ভাগচাষি চাষ করছে, তার নাম, জমির দাগনম্বর দিয়ে স্বীকৃতিপত্র বা রসিদ দেবে। এই কার্যক্রমের ফলে বর্গাদারদের চাষের কাজ থেকে উৎখাত করা যাবে না। কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রতিটি মৌজায় পঞ্চায়েত সদস্যদের, ভাগচাষি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে বর্গাতালিকা করে তাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কয়েক মাসেই ১৫ লক্ষ ১৬ হাজার বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হয়। জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২ লক্ষ ৫০ হাজার একর।

দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময় শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের ফলে ভূমিহীনরা দখলে আনে ৮ লক্ষ একর জমি। বেনামি জমি খাস করার কাজ খুব জটিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষক সভা বেনামি জমি চিহ্নিত করেছিল। ভূমি অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটি একটি 'মাইলস্টোন'। পরবর্তীতে প্রশাসন, কৃষক সংগঠন, পঞ্চায়েতের মিলিত প্রচেষ্টায় ১১ লক্ষ ২৬ হাজার একর কৃষিজমি প্রায় ৩০ লক্ষ ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়। বন্টনেও ছিল আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। উক্ত পরিমাণ জমির মধ্যে আদিবাসী ছিল ৫,৩৮,৫৭৪ জন, তপশীলি ১১,০৯,১৭৮ জন, সংখ্যালঘু ৩,৬০,৩৫০ জন। সারা দেশের মোট জমির মাত্র ৩ শতাংশ রয়েছে এই রাজ্যে। তা সত্ত্বেও সারা দেশের সমস্ত রাজ্যের তুলনায় জমির পুনর্বন্টনে এই রাজ্য এগিয়ে। গরিবদের অধীনে ৮৪ শতাংশ জমি। প্রাপক ৪৫ লক্ষ মানুষ। অধিক সংখ্যক মানুষের হাতে জমি থাকায়, উৎপাদিত ফসলের বড় অংশের মালিক তারা, ফলত তাদের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। বাজারের পরিধি ও চাহিদা বেড়েছে। গ্রাম পরিবর্তিত হয়েছে গঞ্জে ও আধা-শহরে। গ্রামীণ পরিকাঠামো বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হয়েছিল উন্নত। জমি প্রকৃতির দান। একদা তার মালিকানার কেন্দ্রীভবন ছিল। বামফ্রন্টের সফল প্রচেষ্টায় জমির মালিকানার কেন্দ্রীভবনের পরিবর্তে বিকেন্দ্রীভবন সম্ভব হয়েছিল। ফলত বৈষম্য যেমন কমে তেমনি গরিব মানুষের সামাজিক মর্যাদা উন্নত হয়।

২০১১ সালে টিএমসি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভূমি অর্থনীতিতে ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ভূমি সংস্কারের অভিমুখ সচেতনভাবে বদলে দেওয়া হচ্ছে উল্টো দিকে। ভূমি সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য পরিবারভিত্তিক জোতের সিলিং-অতিরিক্ত জমি চিহ্নিত করা ও তার বন্টন। বি এল আর ও দপ্তর, জমি সংক্রান্ত অন্যান্য দপ্তরে শাসকের নিয়মের বাইরে কাজ করার কর্তৃত্ববাদী আধিপত্য ও নির্দেশের ফলে সিলিং অতিরিক্ত জমি চিহ্নিত করার কাজ হয়েছে বন্ধ। দুর্নীতির ব্যাপ্তি সর্বব্যাপী। এটা এমনভাবে প্রসারিত হয়েছে যে, ভুয়ো মালিকদের নামে জমির 'মিউটেশন' এখন স্বাভাবিক ঘটনা। পুকুরের চরিত্র বদলে ভিটা/বাস্তু ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। বর্গাদারদের উচ্ছেদ চলছে। ভূমি বিশেষজ্ঞ ও খোঁজ রাখেন এমন ব্যক্তিদের অনুমান এক লক্ষ বর্গাদার উচ্ছেদ হয়েছে ও তা হয়েছে দুর্নীতির মাধ্যমে। সরকার খাস জমি লীজ ও পাট্টা না দিয়ে বিক্রি করছে। বামফ্রন্ট সরকার 'চাষ ও বাসের ভূমিদান' প্রকল্প চালু করেছিল। সরকার জমি কিনে গরিবদের বিনামূল্যে জমি দিত। এই প্রকল্পে খেতমজুর, গ্রামীণ কারিগর ও মৎস্যজীবিদের ৫ কাঠা পর্যন্ত জমি বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছিল। নকলনবীশ বর্তমান সরকার ওই প্রকল্পের নতুন নাম দেয় কিন্তু প্রকল্পকে ফলপ্রসূ করতে যে অর্থের প্রয়োজন তার সংস্থান করেনি। নেহাত এটা কাগুজে প্রকল্প। কৃষি জমিকে নষ্ট করা হচ্ছে নোনা জল জমিতে ঢুকিয়ে। তৈরি করা হচ্ছে শাসকের মদতে ও মালিকানায় মেছো ভেড়ি। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় রাতারাতি তৈরি হচ্ছে মেছো ভেড়ি। কৃষক যেমন জমি হারাচ্ছে তেমনি হারাচ্ছে জমি রাখার অধিকার—সম্পূর্ণ শাসকের বলপ্রয়োগের ফলস্বরূপ। সন্দেশখালির ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে অনেক কিছু। সারা দেশের কৃষি সংকটের সময় যে রাজ্য একদা বছরের পর বছর ছিল ধান উৎপাদনে প্রথম, সেখানে সেই রাজ্যে খাদ্য সংকট হলেও আশ্চর্য হতে হবে না।

২৩-২৪-এর বাজেট পুস্তিকার ১১৮ পাতায় বলা হয়েছে "বিগত কয়েক দশকে সারা দেশের এবং বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, আর্থিক এবং শিল্পের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির উর্ধ্বসীমা একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯৯৯ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের Urban Land Ceiling Act কি Repeal (বাতিল) করেছে এবং অনেক রাজ্যও এই Act Repeal করেছে। আমাদের রাজ্যেও এই পরিপ্রেক্ষিতে Urban Land Ceiling Act টি পুনর্বিবেচনা করা হবে। তার সঙ্গে West Bengal Land Reforms Act আইনটির উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত ধারাগুলির প্রয়োজনীয় পুনর্বিবেচনা করা হবে।" জমির সদ্ব্যবহার ও ভূমি

—এরপর চারের পাতায়

পরিবেশ সংরক্ষণে সোনম ওয়াংচুক-এর অনশন কেন?

তাপস সামন্ত

স্বনামধন্য পরিবেশ প্রকৌশলবিদ, সোনম ওয়াংচুক কিছুকাল আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং Leh Apex Body SLABV ও Kargil Democratic Alliance (KDA)-এর মধ্যে হিমালয়ের লাদাখ অঞ্চলকে পূর্ণ-রাজ্য এবং ষষ্ঠ-তপশীলে অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে যে সাংবিধানিক সুরক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তা বানচাল হয়ে যাওয়ার জন্য সম্প্রতি তিনি ২১ দিন অনশন করেন। ইতিপূর্বে, বিগত বছরের শুরুতেই লাদাখ-এর পরিবেশগত সুরক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের প্রসঙ্গকে সংবাদ মাধ্যমের গোচরে আনার জন্য তিনি কিছুদিন অনশন করেছিলেন। সম্প্রতি সোনম জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘ চার বছর টালবাহানা করার পর গত ৪ মার্চ সরাসরি জানিয়ে দেয় যে, তারা লাদাখ স্বশাসিত জিলা পরিষদকে কোনোভাবেই সংবিধানের ষষ্ঠ-তপশীলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না। সোনমের মতে দেশের সরকারের দ্বারা কোনো একটি সাংগঠনিক সংস্থা, KDA-কে এইভাবে নস্যাৎ করা চরম বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর মাত্র। এইভাবে চললে ভবিষ্যতে নির্বাচন ও সরকারের প্রতি আপামর সাধারণ মানুষের অনাস্থা আসতে বাধ্য। সম্প্রতি, গত ৬ মার্চ, ২০২৪ থেকে এই সোনম ওয়াংচুক পুনরায় অনশন শুরু করেছেন, লাদাখ-এর পরিবেশগত সুরক্ষা এবং ওই অঞ্চলের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের দাবিতে। ইতিমধ্যেই বহু শতাধিক মানুষ তাঁর এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছেন। প্রতিদিন আমাদের দেশের বহু নাগরিক, রাজনীতিবিদ ও সামাজিক-পরিবেশ কর্মী তাঁর এই আন্দোলনে সহমর্মিতা জানিয়ে যুক্ত হচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হোল কে এই সোনম ওয়াংচুক? কী তাঁর দাবি? কেনই বা তাঁর প্রতি এত জনসমর্থন?

সোনম ওয়াংচুক-ই সেই ব্যক্তি, যার কার্যকলাপ দেখে কয়েক বছর আগে 3-idiots নামে এক হিন্দি সিনেমার র‍্যাঞ্চোর চরিত্রটি নির্মাণ করা হয়েছিল। বাস্তবে, সোনম ওয়াংচুক-ই লাদাখ-এর ওই সমস্ত অঞ্চলের উপযোগী বহু বাস্তবমুখী আবিষ্কার করে সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের নজরে এসেছিলেন। ২০২১ সালে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য পরিবেশ-বান্ধব সৌরতাপ সম্বলিত সেনা-ছাউনি বানিয়েছিলেন, যেখানে আমাদের দেশের সৈনিকেরা লাদাখ-এর হিমাঙ্ক থেকে নিম্ন-তাপমাত্রাতেও অনায়াসে থাকতে পারবে। এছাড়াও তিনি লাদাখের উপযোগী শূন্য-কার্বন সৌরগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। লাদাখের জলের সমস্যা মেটানোর জন্য তিনিই সর্বপ্রথম বরফের স্তূপ গড়ে তুলে কৃত্রিম হিমবাহের মাধ্যমে তা সমাধান করার ধারণা দিয়েছিলেন। এই সমস্ত জনমুখী, পরিবেশ-বান্ধব আবিষ্কারের জন্য বিগত বছরগুলিতে তাঁকে একাধিক সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। যার মধ্যে Ashoka Fellowship for Social Entrepreneurship by Ashoka– USA (2002)— UNESCO Chair Earthen Architecture– CRA Terra France (2014) এবং Ramon Magsaysay Award (2019) অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

এই ধরনের একজন কৃতী আবিষ্কারক, সোনম ওয়াংচুক-ই বাধ্য হয়েছেন অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসতে, কারণ, ভবিষ্যতে এই সমস্যা এই অঞ্চলে আরও গভীর ক্ষত সৃষ্টি করবে। প্রধানত এই সমস্যা হলো লাদাখের পরিবেশের সমস্যা ও এই অঞ্চলের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের সমস্যা। যার সমাধানের পথ হিসাবে মূলতঃ চারটি দাবি এখানকার মানুষের পক্ষ থেকে তোলা হচ্ছে : (১) লাদাখ কে সংবিধানের ৩৭১ ধারা মোতাবেক ষষ্ঠ-তপশীলে (Tribal Status) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (২) লাদাখকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে। (৩) অন্ততপক্ষে লাদাখে দুটি সংসদীয় ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) সরকারি কর্মসংস্থানের জন্য লাদাখে Public Service Commission স্থাপন করতে হবে। আসলে, সংবিধানের ষষ্ঠ-তপশীলই কেবলমাত্র দেশের আদিবাসী জনগণের অধিকার রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। এর মাধ্যমেই আদিবাসী জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বৃদ্ধি করতে স্থানীয়ভাবে স্বশাসিত জিলা পরিষদ কিংবা স্বশাসিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করতে পারে। এগুলি মূলতঃ নির্বাচিত সংস্থা, যাদের হাতে আদিবাসী এলাকার প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাদের উন্নয়নের জন্য।

স্থানীয় মানুষজন তাদের জমি, জল, জঙ্গল ও সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নীতি প্রণয়ন করতে পারে, যাতে করে বাইরের মানুষজন এসে তাদের জমি, জল, জঙ্গল ও সম্পাদের উপর কোনোভাবে হস্তক্ষেপ না করতে পারে। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামে এই ধরনের ষষ্ঠ-তপশীল লাগু করা আছে। এখন ধারণা হতে পারে যে লাদাখে তো কোন জঙ্গল নেই, তাহলে লাদাখের লোক কেন এই ধরনের দাবি জানাচ্ছে? ঠিকই, জঙ্গল না থাকলেও লাদাখের প্রত্যেকটি এলাকাই প্রাকৃতিক জীববৈচিত্রে ভরপুর। এই জন্যই পরিবেশবিদ, সোনম ওয়াংচুক-এর মতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে লাদাখের এই সমস্ত অঞ্চলগুলি আজ ভয়াবহ ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার পর্বতমালা আজ প্রকৃতির করাল গ্রাসে ভঙ্গুর। আজ যদি নির্বিচারে এই সমস্ত এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদ হরণ করা হয় তাহলে লাদাখের সমূহ বিপদ হতে পারে। হরপা বান কিংবা ভূমি ধ্বসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলির সংখ্যা ভবিষ্যতে বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, লাদাখের নিম্নলিখিত এলাকায় তপশীলি উপজাতিভুক্ত আদিবাসীদের পরিমাণ— লে-৬৬.৮ শতাংশ, নুরবা-৭৩.৩৫ শতাংশ, খালস্টি-৯৭.০৫ শতাংশ, কারগিল-৮৩.৪৯ শতাংশ, সাঙ্কু-৮৯.৯৬ শতাংশ এবং সাংস্কর-৯৯.১৬ শতাংশ। উপরের তথ্য থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, ষষ্ঠ-তপশীলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারলে লাদাখের জনগণ কিছুটা হলেও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাবে।

অথচ, ২০১৯ সালের আগস্ট মাসের যেদিন থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ-কে দুটি আলাদা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, সেদিন থেকেই প্রকৃতপক্ষে তাদের অধিকার হরণ করা শুরু হয়েছে। এখানকার মানুষজনের ৩৭০ ধারা বাতিলের জন্য তেমন কোনো সমস্যা না থাকলেও এর সাথে সাথে সরকার যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাতেই সমস্যা আরও পুঞ্জীভূত হয়েছে। ২০১৯ সালের আগে জম্মু-কাশ্মীর একটি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেত। এমনকি ওই রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল, সত্যপাল মালিক মহাশয়ও বলেছেন যে, ৩৭০ ধারা বাতিল অপেক্ষা ওই অঞ্চলটিকে একটি রাজ্যের পরিবর্তে দুটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত করায় আরও বেশি ক্ষতি করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন যে, এ-বিষয়ে তাঁর কোনো মতামত কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নেয়নি। বরং, এ বিষয়ে সরকার তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি এর বিরোধিতা করতেন বলেই জানিয়েছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, ২০১৯ সালের আগে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় লাদাখ থেকে চারজন বিধায়ক (নুরবা, লে, কার্গিল ও সাংস্কর) নির্বাচিত হত, যার সংখ্যা বর্তমানে শূন্য। অথচ, আলাদা আইনের জন্যই দিল্লি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল হয়েও সেখানে বিধানসভা আছে, মানুষের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আছে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীও আছেন। সেখানেও বিগত বছরগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হতে দিল্লির রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বেশ কিছু ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার লাগাতার চেষ্টা চালানো হয়েছে। সেইভাবে বিচার করলে, লাদাখের মানুষের স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচন করা, কিংবা স্থানীয়ভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতা ভোগ করার সমস্ত অধিকারই বর্তমানে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই সংবিধানের ৩৭১ নং ধারাসহ ষষ্ঠ-তপশীলে অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে প্রতিনিধি নির্বাচনসহ, স্থানীয় মানুষদের প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়ার দাবিই উঠেছে। যাতে করে তারা, অন্ততপক্ষে তাদের নিজেদের জমি, জঙ্গল, সম্পাদ ও সংস্কৃতির অধিকার রক্ষার জন্য কিছু আইন প্রণয়ন করতে পারে। আর, কেন্দ্রীয়ভাবে অন্ততঃ দু-জন সাংসদকে নির্বাচিত করার অধিকার দেওয়া হোক। নাহলে গণতন্ত্রের এই নাটক করার কী প্রয়োজন?

অথচ, মাত্র চার বছর আগে বিজেপি নিজেই লাদাখ-কে ষষ্ঠ-তপশীলে অন্তর্ভুক্ত করার কথা তাদের ম্যানিফেস্টো-তে বলেছিল। তা সত্ত্বেও বর্তমানে বিজেপি কেন পিছিয়ে যাচ্ছে? ২০১৯ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বর, National Commission for Scheduled Tribes তাদের ১১৯ নং সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রণালয় ও কেন্দ্রীয় তপশীলি উপজাতি মন্ত্রণালয়কে, লাদাখকে ষষ্ঠ-তপশীলে অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য আনুমোদন দেওয়ার কথা জানিয়ে দেয়। কিন্তু তারপরেও সরকার এই বিষয়ে কোন পদক্ষেপ করে না। ২০২০ সালের আগস্ট মাসে লাদাখের মানুষ সরকারের কাছে তাদের এই সংক্রান্ত দাবিপত্র প্রথম পেশ করে এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম গণপ্রতিবাদ সংগঠিত করে। ২০২০ সালের ১৬ অক্টোবর লাদাখে স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন হয়। ওই নির্বাচনের আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অমিত শাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, নির্বাচনের ১৫ দিন পরে এই সংক্রান্ত সমস্ত দাবি পূরণ করা হবে।

স্বাভাবিকভাবেই, লাদাখের জনগণ ওই সময় স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন-বয়কটের দাবি তুলে নিয়েছিল। এই নির্বাচনে বিজেপি ১৫টি আসনে জয়লাভও করেছিল। এরপর আর কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায়, লাদাখের মানুষ ডিসেম্বর ২০২১ ও নভেম্বর ২০২২-এ আরও দুটি গণপ্রতিবাদ সংগঠিত করে। মাঝখানে সরকারের সাথে কিছু কথাবার্তাও হয়। তারপরেও আজ পর্যন্ত বিজেপি কেন সংবিধানের ৩৭১ নং ধারা লাগু করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে? এরই প্রতিবাদে সোনম ওয়াংচুক-এর নেতৃত্বে বার বার অনশন সংগঠিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের বিধি লাদাখে চালু করতে মোদী সরকারের আপত্তি কোথায়? এবং কেন? আসলে, লাদাখের স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদকে ষষ্ঠ-তপশীলে অন্তর্ভুক্ত করলে এখানকার স্থানীয় প্রশাসন তাদের জমি, জঙ্গল, ব্যানেলের জল ও পরিবর্তিত চাষাবাদের উপর তাদের মতো করে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে জমি, জল, জঙ্গলের যথেচ্ছ ব্যবহার করার ক্ষমতা চলে যাবে এবং সরকার কোনোভাবেই তার মিত্র কর্পোরেট সংস্থার কাছে সেগুলি হস্তান্তর করতে পারবে না। সোনম ওয়াংচুক ও লাদাখের জনগণ কোনভাবেই তাদের জমি, জল, জঙ্গলের উপর কর্পোরেট আধিপত্য কায়েম করে যথেচ্ছভাবে খণিজ খনন করতে দিতে চায় না। কারণ, এটা দেশের পরিবেশের ক্ষেত্রেও মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে। যেহেতু, লাদাখ বাস্তুতন্ত্রগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা এবং এখানের পাহাড়, নদী, লেক এবং মালভূমি সবই একটু ভিন্ন প্রকৃতির। যা সচরাচর সর্বত্র দেখা যায় না।

দুনিয়ার সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য ও বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীরা এই অঞ্চলে বসবাস করে। এখানকার স্নো-লেপার্ড ও তিবেতিয়ান অ্যান্টিলো পৃথিবী-বিখ্যাত। এখানকার মতো স্বচ্ছ হ্রদের জল পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। এখানকার মানুষজনও অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে প্রকৃতির। এদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মনাস্ট্রী ও উৎসব এত সুন্দর ও প্রাণবন্ত যে, সারা পৃথিবীর মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রে ভরপুর লাদাখকে বাঁচিয়ে রাখা শুধু সোনম ওয়াংচুক-এর দায়িত্ব নয়, বরং তা সমগ্র ভারতবাসীর কর্তব্য হওয়া উচিত। ভেবে দেখা দরকার, এই ধরনের অমূল্য সম্পাদকে আমাদের দেশের সরকার কীভাবে নষ্ট করার চক্রান্ত করছে। স্বাভাবিকভাবেই, সরকারের সদিচ্ছার উপর আজ বহু প্রশ্ন উঠছে।

এরই মধ্যে লাদাখের আনুমানিক তিরিশ হাজারেরও বেশি মানুষ (প্রায় উপত্যকার ১০ শতাংশ) সমবেত হয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলবিদ ও পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক-এর নেতৃত্বে গত ৬ মার্চ থেকে ২১ দিন ব্যাপী অনশন কর্মসূচির পরেও আমাদের দেশের মোদি মিডিয়া কিংবা সরকার কেউই কর্ণপাত করছে না। অথচ, এই সমস্যা শুধু লাদাখের নয়, বরং বর্তমানে এই সমস্যা আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে। যে রাজনৈতিক মাফিয়া আজ লাদাখের উপর সমস্যা তৈরি করছে, তারাই কয়েকমাস আগে মনিপুরের পাহাড়ে আগুন লাগিয়েছিল, হাসদেও-র জঙ্গল ধ্বংস করেছিল এবং বক্সার জঙ্গলেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। এদের জন্যই জোশিমঠের বিস্তীর্ণ এলাকা ধসের কবলে পড়েছিল এবং উত্তরকাশীর নির্মীয়মান টানেলে ধস নেমেছিল। এদের জন্যই লাক্ষাদ্বীপও আজ সমস্যা জর্জরিত। যদি এই মাফিয়ারাজকে আজ খতম করা না যায়, তাহলে এরা ধীরে ধীরে উইপোকার মতো আমাদের দেশের এই সমস্ত বিশেষ অঞ্চলকে ভিতর থেকে ফোঁপরা করে দেবে। সেই কারণেই এখন প্রশ্ন হলো—জমি, জল, জঙ্গলের অধিকার থেকে এই সমস্ত আদিবাসী মানুষজনকে সরিয়ে দিয়ে নির্বিচারে খনিজ উত্তোলন কার স্বার্থে? দেশের স্বার্থে, দেশের জনগণের স্বার্থে, নাকি সরকারের কর্পোরেট মিত্র-র স্বার্থে?

সিপিআই(এম) প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল

—প্রথম পাতার পর

আজাদ। স্বাভাবিকভাবেই নজরকাড়া প্রার্থীদের নিয়ে এই কেন্দ্রটি হয়ে উঠেছে নজরকাড়া কেন্দ্র। এমনিতে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রটির মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্যের সমাহার। একদিকে শিল্প, অন্যদিকে কৃষির উন্নত এলাকা। জনবিন্যাসেও বৈচিত্র্য আছে। শিল্পনগরীর দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে আধুনিক বৃহত্তর শিল্প পরিকল্পিত নগরায়ণের পাশাপাশি রয়েছে কৃষি নির্ভর এলাকা। আর পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রই কৃষিনির্ভর, তার মধ্যে একটি জেলা শহর। এক মিনি ভারতবর্ষ এই তিন প্রার্থীর মধ্যে সিপিআই(এম) প্রার্থী সুকৃতি ঘোষালের সম্পর্ক এই লোকসভা কেন্দ্রের জন্ম থেকে! শিক্ষা ও কর্মস্থান এই লোকসভা কেন্দ্রই এবং রাজনীতির বাইরে একজন শিক্ষক হিসেবে রয়েছে তাঁর সুনাম।

মিডিয়ার বাইনারিতে দিলীপ ঘোষ বা কীর্তি আজাদ এগিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু সুকৃতি ঘোষাল শেকড় এখানে অনেক গভীরে। মিডিয়ার প্রচার নয় নির্বাচকরা স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিচ্ছেন তাঁকে। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে তাঁর ছাত্রীরা স্যারের মাহাত্ম্য প্রচার করছেন। ইতিমধ্যেই তিনি এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রেই প্রথম পর্যায়ে গিয়ে পরিচিত হয়েছেন নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে। শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় দফার দৌড়। হ্যাঁ, প্রতিদ্বন্দ্বী দিলীপবাবু বা কীর্তি আজাদের প্রচার চমক দমক চলছে। চায়ে-পে-চর্চা বা ক্রিকেট মাঠে বাউন্ডারি হাঁকানোর কথায়। কিন্তু বামফ্রন্ট প্রার্থীর আচার-আচরণ নিষ্ঠ ব্যবহার মোহিত করছে নির্বাচকমণ্ডলীকে। স্বাভাবিক বাইনারি ভাঙছে। সিপিআই(এম)ও ক্রমশ এগিয়ে আসছে লড়াই ক্ষেত্রে। ভোট কাটাকাটি ভাগা-ভাগির পাশাপাশি প্রার্থীর স্বচ্ছ ইমেজ লড়াইয়ে ক্রমশ চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছেন সিপিআই(এম) প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল।

—প্রথম পাতার পর

পূর্বস্থলীতে আত্মঘাতী তাঁতশিল্পী

আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। এই হতাশার কারণেই দুর্যোধন প্রামাণিক আত্মঘাতীর পথ বেছে নিয়েছেন বলে প্রতিবেশী প্রবীর প্রামাণিক, বাপি ভাগী, অক্ষয় প্রামাণিকের মতো প্রতিবেশীদের মতো। কালনা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়না তদন্ত হয়। উল্লেখ্য কালনা মহকুমায় ষাট হাজার মানুষ এই হস্তচালিত শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। এদিন শ্রমিক নেতা প্রবীর মজুমদার বলেন-- আত্মহত্যা সমাধানের পথ হতে পারে না। সংগঠিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

নির্বাচনী ছড়া

নো ভোট্টু দুষ্কৃতি!

সৌরভ দত্ত

ধূম লেগেছে হৃদ্‌কমলে—'রাম'বাবাজির জয়ের সুর
কণ্ঠে নিয়ে চিল্লিয়ে যায় অচেনা কোন্ দুর্গাপুর?
আরএসএসের দুন্ধা যখন রানির বেশে দেখায় মান—
শাড়ির সাজে খড়ের খাঁচার পিছন থেকে দড়ির টান!
ও টান যাদের, দেশ বেচা লোক—ব্রিটিশ পায়ে মুচলেকা...
ভোট ভিখিরি স্বপ্ন বেচে বন্ধ করে এনরেগা!
ভাইপো-পিসি অন্ধকারে জ্যেঠুর ঘরের বারান্দায়
ষড় করে রোজ, গরিবগুলোর জ্বলিয়া গো পরাণ যায়!
ও চাষি ভাই, কামার-কুমোর, দলিত-আদিবাসীর দল—
ছদ্মবেশে সংখ্যালঘুর বন্ধু সাজা ওদের বল
মুখোশ খুলে বাইরে আসুক, স্পষ্ট দিনের আলোয়, বাপ্—
হত্যাকারী রাজার বুকের 'কালীঘাট'ই জানেন মাপ!
কুর্তা-আমে-মিষ্টি দইয়ে ভ্রষ্ট রানির কষ্ট সাফ!
চোর-ডাকাতের মাস্তুতো ভাব আমরা কেন করবো মাফ?
এক গোয়ালের মধ্যে জনম-আজাদ মোষের দুষ্কৃতী
বাছবো কেন, হাত বাড়িয়ে আছেন যখন সুকৃতি!

পাখি-চোখ-৭২

রত্না রশীদ

আমরা পথ চলছি। চলন এক ইতিবাচক কাজ। চলতে চাইলে সর্বাগ্রে পা বাড়িয়ে দেওয়াটা জরুরি। বেরিয়ে তো পড়ি। হাঁটার শুরুটা তো করি। তারপর নানা রকম হিসেব টিসেব আসুক। প্রথম ইতিবাচক মন নিয়ে বেরিয়ে পড়া। পা যদি যথাযথ সঙ্গ দিল তো ভালো, না দিলেও থেমে যাবো না। মানুষের চলন কেবলই মাত্র 'পা' নির্ভর নয়। শুধু মানুষই বলবো কেন, পৃথিবীর নিজস্ব নিয়মে সব কিছু স-অ-ব চলনশীল। আমরা যাকে জীবন্ত বলি অথবা অজীবন্ত বলে ভুল ভাবি, স-ব চলনশীল, ইঁট কাঠ পাথর স-ব। এটা কোনো নতুন কথা নয়, বহু বহু আগেই বিজ্ঞানসূত্রে প্রমাণিত। একটা কথা বোধহয় বলতে পারি, কেবলমাত্র মানুষই পছন্দ করে পেছনে হেঁটে সময়কে অসম্মানিত করতে, এক দৌড়ে মন ও মানসিকতায় মধ্যযুগে ফিরে যেতে, বাকি সবাই এগোয়। নিজের স্বার্থে কেউ পেছনে হাঁটে না। একমাত্র মানুষই (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) কুযুক্তি সাজিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করে মধ্যযুগের অন্ধকারে হাঁটা লাগাতে। যত হাঁটছি শিখছি কোদালে করে সিঁদুর পরা, বস্তায় নিজেদের পুরে ফেলা, ইট কাঠ পাথর জঙ্গল জমি সবাইকে মান্য করে পুজো করা, ঘরে ঘরে বইছে শ্রীরাম জয় শঙ্কর— হে মা, দুর্গা—আল্লা গো আমাদের বাঁচাও তুমি। যার যা বিশ্বাস তাই নিয়ে থাকলে বলার কিছু ছিল না। দল বেঁধে একটা মাদকতা ছড়িয়ে ধর্মোন্মাদনায় সবাইকে জড়িয়ে ফেলার কুচক্রী উদ্দেশ্যে সমাজ ও দেশের বেচে থাকার পরিসরটুকু নষ্ট ও বিষাক্ত করে দেওয়া। ধর্ম ধর্ম করে খোল কর্তাল লাঠি বর্শা ঢাল—এসব সময় মেনে এলে গেলে এতদিন সমস্যা তো হয়নি। সমস্যা করে তোলা হলো এগুলোকে সংকীর্ণ রাজনীতির হাতিয়ার বানিয়ে। মনে রাখলো না এই স্বার্থপর রাজনীতিকরা—

"ধর্ম নয় সম্পদের হেতু
নহে সে স্বার্থের ক্ষুদ্র সেতু
ধর্মেই ধর্মের শেষ।"

এই ধর্ম এখন ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার। চলছে ধর্ম সাড়ম্বরে রাজনৈতিক (নোংরা) মৃগয়ায়। ধিক্ ধার্মিক ধিক্। এ তোর কেমন চলন গোটা পৃথিবীকে হতবাক করে দেখিয়ে চলেছিস!

চলন নিয়ে শুরু করেছিলাম। আমার ছোটবেলার পড়া—কচ্ছপ আর খরগোসের দৌড়। নীতিকথা হিসেবে শেখানো হয়েছিল—স্লো বাট স্টেডি উইনস্ দ্য রেস। আরো একটা নীতিকথা ছিল—ডোন্ট লিভ এনিওয়ার্ক হাফডান। শুরু করলে সম্পূর্ণ করো। বয়সের এই শেষ পর্বে এসে, আমার মনে হয়, যার যেটা করার সে তো তাই-ই করছে। খরগোস দু-তিনটে বছর মোটে পৃথিবী দেখবে। ক্রমাগত ছুটলে ওর চলবে? ছোটার মাঝে ঘুম ওর অত্যন্ত জরুরি ছিল। আর কচ্ছপ হাজার হাজার বছর পথ চলার দায়িত্ব ওর। ও হাঁটতে হাঁটতেই জিরোবে এবং জয়ও হাসিল করবে। সুতরাং ওপর ওপর দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক হবে না আপাতত কে জিতল আর কে হারল। প্রতিটি ইতিবাচক চলনের ভেতর মনুষ্যত্বের উত্তরাধিকার আছেই আছে। (চলবে)

বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী শ্যামলী প্রধান-এর প্রচার

জলেশ্বর পাত্র, আউসগ্রাম : আদিবাসী মহিলাদের উপর নির্যাতন এবং ভোট লুটের বিরুদ্ধে জোরালো আওয়াজ উঠল আউশগ্রামের বিল্লগ্রাম দিগনগর গুসকরা শহরের প্রচার মিছিল থেকে। চৈত্র মাসের তীব্র দাবদাহের মধ্যে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী শ্যামলী প্রধান আউসগ্রামের তিনটি অঞ্চলে সারাদিনব্যাপী কখনো বাড়িতে ঢুকে, কখনো আলপথে, গঞ্জের হাটে, রোদ ঢালা পিচ রাস্তায় শ্রমজীবী সাধারণ ঘরের মহিলাদের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ লক্ষ্য করলেন।

বিগত ১০ বছরে রাজ্যে তৃণমূলের শাসনকালে আদিবাসী মহিলাদের উপর যে নির্যাতন হয়েছে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভে আগুন আউশগ্রামের মানুষ। প্রতিবাদ জানানোর সময় আসছে সামনে। তারই প্রতীক্ষায় শ্রমজীবী মানুষ এককাট্টা হয়ে মিছিলে সামিল হচ্ছেন। এলাকার যুবক-যুবতীরা তৈরি হয়েছেন তৃণমূলের ভোট লুটের বিরুদ্ধে।

এদিন সকালে বিল্লগ্রামের গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের মিছিল, দুপুরে দিগনগরে এবং বিকালে গুসকরা শহরের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের মিছিলে ভিড় আগামী লোকসভা ভোটের লড়াইয়ের জন্য তৈরি।

ভরসা যোগাচ্ছেন সিপিআই(এম) প্রার্থী জাহানারা খান

—প্রথম পাতার পর

খনি এলাকায়। স্নাতক হয়েছেন রানিগঞ্জ গার্লস কলেজ থেকে। তিনি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের সমস্ত এলাকা চেনেন। এখানের মানুষের যন্ত্রণার কথা জানেন। তাদের দাবি নিয়ে দশ বছর ধরে বিধানসভায় লড়েছেন। এবার লোকসভায় মানুষের দাবির কথা তুলে ধরতে চান। মানুষের হাতে কাজ নেই। বিপন্ন রুটিরুজি। সরকারি কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। তৃণমূলের শাসনকালে একটা নতুন কারখানা হয়নি। চিত্তরঞ্জন রেল কারখানাকে ইঞ্জিন তৈরির বরাত দিচ্ছে না বিজেপি সরকার। রানিগঞ্জের জুট মিল বন্ধ হয়েছে ২০১১ সালে। দেড় হাজার মজুর বেকার হয়েছেন। বঙ্গভূপুর পেপারমিল বন্ধ। সাসপেনসন অফ ওয়ার্ক নোটিশ লাগিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। তিনশোর বেশি শ্রমিক তাদের প্রাপ্য টাকা ও বেতন পাননি।

কারখানা খোলার দাবিতে লালঝাণ্ডার আন্দোলন চলছে। বিজেপি ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। তৃণমূল নীরবতা পালন করছে। আমজনতা বুঝে গেছে কে শত্রু কে মিত্র। মঙ্গলপুর ও জামুড়িয়ার শিল্পতালুক গড়ে উঠেছিল বামফ্রন্ট সরকারের সময়। প্রায় ১৩ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। তৃণমূল প্রশাসনের মদতে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিক শোষণ করছে। কাজের নিরাপত্তা, নূন্যতম বেতন, সুরক্ষা আইন মানছে না। সেখানেও লড়ছে লালঝাণ্ডা। কারখানার গেটে শ্রমিকদের আড্ডায়, আলোচনায়, বিতর্কে উঠে আসছে জাহানারা খানের জয় নিশ্চিত হওয়ার কথা।

চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র ক্ষোভ

—প্রথম পাতার পর

সম্মেলনের মঞ্চে 'পরিবেশ ও জলবায়ু সঙ্কট', 'সঙ্কটে চিকিৎসা ও চিকিৎসকের সঙ্কট', 'গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম', 'রাজ্যের বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা' এবং কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে একটি বিশেষ সাংগঠনিক সংশোধনী সম্পর্কিত প্রস্তাব সহ মোট পাঁচটি প্রস্তাবনা পেশ করা হয় ও আলোচিত হয়। আগামী ২০২৪-২৬ বর্ষের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি নির্বাচিত হন ডাঃ গৌতম দাশ এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন ডাঃ উৎপল বন্দোপাধ্যায়। বিদায়ী সভাপতি ডাঃ অরিন্দম ভট্টাচার্য এবং সম্পাদক ডাঃ মানস গুমটাকে অভিবাদন জানানো হয় নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'আমার স্বাস্থ্য আমার অধিকার' এর স্লোগানকে সামনে রেখে, অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেও পেশাগত দাবি আদায়ের লড়াইয়ের সাথে মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকারের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ উচ্চারিত হয় এই সম্মেলনে।

বামফ্রন্ট প্রার্থীর প্রচার

—প্রথম পাতার পর

দোগাছিয়া, হরিপুর, বলদেপাড়া, প্রভৃতি গ্রামে নির্বাচনী প্রচার শেষে মান্দ্রাতে বিরতি নেওয়া হয়। মধ্যাহ্নকালীন খাওয়া- দাওয়ার পর বিকালে নির্বাচনী প্রচার শুরু হয় জাহাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুলুটু থেকে।

বাম প্রার্থীর সমর্থনে ছাত্র সংগঠনের প্রকাশ্য সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৭ এপ্রিল : গোটা দেশ জুড়ে যখন অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজেছে, নির্বাচনী প্রচারে পিছিয়ে নেই বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল। গরমের প্রবল দাবদাহকে উপেক্ষা করেই এদিন বিকেলে বর্ধমান শহরের নার্স কোয়ার্টার চত্বরে প্রার্থীর সমর্থনে প্রকাশ্য সভা করে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই। বর্ধমান শহর লোকাল কমিটি ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় লোকাল কমিটির উদ্যোগে এদিনের সভা ছিল মূলত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, স্বজপোষণ এবং গোটা দেশ জুড়ে শিক্ষার ওপর যেভাবে কেন্দ্রের মোদী সরকার ফ্যাসিবাদী এবং নব্য উদারবাদী আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তার বিরুদ্ধে।

ভূমি-সংস্কারের উল্টো অভিমুখ

—দুয়ের পাতার পর

অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই পরিকল্পনা একটি সর্বনাশা পদক্ষেপ। জমি সংবিধানের যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয় হলেও ভূমিসংস্কার রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়। সেজন্য অধিকাংশ রাজ্য ১৯৯৯ সালের আইন বাতিল করেনি। প্রকৃতপক্ষে সরকার ভূমিসংস্কার আইনটিকেই রদ করতে চায়। বামফ্রন্ট সরকার সিলিং (উর্ধ্বসীমা) আইনের পাশাপাশি প্রান্তিক মানুষের স্বার্থে ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধন করে। এমনকি সিলিং আইনটিতে ছাড়ের ব্যবস্থা রাখে। সামাজিক প্রয়োজনের জন্য ব্যবহৃত জমি, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ইত্যাদি সিলিং আইনের বাইরে রাখা হয়। অনেক ত্যাগ, সংগ্রাম, রক্তের বিনিময়ে বাম সরকার ভূমিসংস্কার কার্যক্রম সফলভাবে রূপায়ণ করেছে। বিশ্বে হয়েছে প্রশংসিত। ভূমিসংস্কারের দুটি মূল উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ উৎপাদন বাড়ার পথে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগত বাধা আছে সেগুলো দূর করে উপযুক্ত কাঠামো গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, বৈষম্য দূরীকরণ। ভূমিসংস্কার কর্মসূচির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সিলিং নির্ধারণ ও সেই মর্মে আইন। প্রায় সব রাজ্য এই আইন পাশ করেছে। এই রাজ্য সরকারের প্রস্তাব থেকে বোঝা যায় যে জমির কেন্দ্রীকরণ এই সরকারের দর্শন। তাদের ইচ্ছা সিলিং আইন রদ করা। গ্রামীণ এলাকায় কাজের অভাব, রাস্তার বেহাল দশা, চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকা, থাকলেও হতদরিদ্র অবস্থার জন্য শহরমুখী হচ্ছে মানুষ। ফলে আরও আরও বাসস্থানের দরকার। এমনকি শহরতলির পঞ্চায়েত এলাকাতেও। সরকারের কর্পোরেট বন্ধুরা ওইসব এলাকায় সিলিং আইন রদ করাতে আগ্রহী। যে রাজ্যে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম সেখানে পৌরজমির কেন্দ্রীভবন রোধ জরুরি। সেজন্য ১৯৯৯ সিলিং আইন রদ বিপদজনক। স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবার নিজভূমে নিজ বাসস্থান করতে পারবে না, কর্পোরেট অধিকারে যাবে জমি। সিলিং আইন পর্যালোচনা করে তা বৃদ্ধি করা বা রদ করার পরিকল্পনা সরকারের কর্পোরেট প্রীতির জ্বলন্ত উদাহরণ।

১১৮ পাতাতেই রয়েছে লিজ হোল্ড ও ফ্রি হোল্ড সংক্রান্ত বিষয়। "রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বিক্রির জন্য লিজ হোল্ড জমিকে ফ্রি হোল্ড জমিতে পরিবর্তনের একটি নীতি প্রণয়ন করেছে। বিক্রির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ অর্জন করবে। উপকৃত হবে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা। দেউলিয়া হতে চলা সরকারের সম্পদ বিক্রি ছাড়া উপায় কি? বামফ্রন্ট সরকার যেহেতু প্রকৃত ভূমি সংস্কারে ব্রতী হয়েছিল, সেজন্য তার কর্মধারা শুধু জমির পুনর্বণ্টনে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রসারিত হয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদান ব্যবস্থায় যাতে ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছে ঋণ নিতে না হয়। চাষীরা যাতে ফড়েদের কবলে না পড়ে, ওজনে না ঠকে, সরাসরি ফসল বিক্রি করতে পারে তার ব্যবস্থা করাই শুধু নয়, এ ব্যাপারে নজর ছিল দৃঢ়। এখন খাস জমি চিহ্নিত ও বন্টন বন্ধ। বর্গাদার উচ্ছেদ অব্যাহত। বর্গা জমির চরিত্র বদলানো যায় না, কিন্তু বদলানো হচ্ছে। মানুষের দানে গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জমি বিক্রয় সরকারি তালিকাভুক্ত। শহরে আধা-শহরে জমির কেন্দ্রীভবন অব্যাহত। ভূমি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে সরকারি নীতি গরিষ্ঠতম মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। দেশের রাজ্যগুলোর মধ্যে একদা পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কারে ছিল উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত, এক মডেল। বিশ্বের যশস্বী পণ্ডিতদের পেয়েছিল প্রশংসা। আজ সেখানে ভূমি সংস্কারের উল্টো অভিমুখ হওয়ায় ভূমি অর্থনীতিতে বিরাজ করছে 'অমানিশা'।

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ এপ্রিল : সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির প্রবীণ সদস্য ভরত মালিকের (৭০) জীবনাবসান হয়েছে। ৩ এপ্রিল বাড়িতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় ওই দিন রাত দশটা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃতদেহ হিজুলি গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এলে সকালে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান মহম্মদ শাহ, নবকুমার বাগ, পুষ্পেন ভট্টাচার্য, অশোক ঘোষ, নারায়ণ নাথ প্রমুখ। কালনা শ্মশানে মৃতদেহের শেষকৃত্য সমাধা হয়। মৃত্যুকালে তার দুই পুত্র এবং স্ত্রী বর্তমান।

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা